তারিখ: 10 NOV 2015
পৃষ্ঠা: ২ কলাম: ৮

সংবাদ

রাজধানীতে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে

শিশু নির্যাতন : ট্রমা সেন্টারে ভর্তি

□ নির্যাতনকারীকে শোকজ □ তদন্ত কমিটি গঠন

বাকী বিল্লাহ

দেশে আলোচিত দুই শিশু হত্যার দ্রুত রায়ের রেশ কাটতে না কাটতে এবার খোদ রাজধানীর বকশিবাজার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার খাতা তৈরির কাজে নিয়োজিত এক শিশু শ্রমিককে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। তার পাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক জখমের চিহ্ন রয়েছে। গুরুতর অবস্থায় শিশু বিপ্লবকে (১৩) রাজধানীর ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। তার পায়ে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। গত শুক্রবার নির্মম এ ঘটনা ঘটলেও কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে তার চিকিৎসা করা হয়। গতকাল তার অবস্থার অবনতি হলে বিষয়টি জানাজানি হয়। এ ঘটনার অভিযোগ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ পর্যন্ত পৌছেনি। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাপুটে উচ্চমান সহকারী এসএম মহিউদ্দিন রহস্যজনক কারণে তার ওপর এ নির্যাতন চালিয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানায়, শিশুটিকে নির্যাতন করার অভিযোগে উচ্চমান সহকারী মহিউদ্দিনকে শোকজ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঘটনা তদন্তে ৪ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী তিন কার্যদিবসে কমিটি রিপোর্ট পেশ করবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে জানা গেছে, বকশিবাজার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ভেতরে পরীক্ষার উত্তরপত্র (খাতা) তৈরির কাজ করে শিশু শ্রমিকরা। গত শুক্রবার বিকেলে শিশু বিপ্লব অন্য শ্রমিকদের

রাজধানীতে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

রাজধানীতে : মাদ্রাসা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মতো প্রেসে উত্তরপত্র তৈরির কাজ করছিল। কিন্তু বোর্ডের বাউন্ডারির ভেতরে বন্ধের দিন উচ্চমান সহকারী মহিউদ্দিন বিনা উস্কানিতে শিশুটিকে প্রচণ্ড নির্যাতন করে। নির্যাতনে শিশুটি চিৎকার করলেও ক্ষমতাবান ওই কর্মচারীর ভয়ে কেউ তাকে রক্ষায় এগিয়ে যায়নি। নির্যাতনের একপর্যায়ে শিশুটি পায়ে মারাত্মক জখম অচেতন হয়ে পড়ে শিশুটি। পরে অন্য শ্রমিকরা অতি গোপনে বন্ধের দিন শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়। কিন্তু তার পায়ের হাড়ে জখম হওয়ায় তাকে আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য বোর্ডের পক্ষ থেকে গতকাল মোহাম্মদপুরে ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। শিশুটি অবস্থা গুরুতর। তার পায়ে প্লাস্টার করা হয়েছে। দীর্ঘদিন তাকে হাসপাতালে থাকতে হবে।

মাদ্রাসা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, মাদ্রাসা বোর্ডের ভেতরে দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার পরীক্ষার উত্তরপত্র (খাতা) তৈরির একটি প্রেস রয়েছে। ঠিকাদারের তত্ত্বাবধানে শিশুটি ওই প্রেসে কাজ করত। কি কারণে ছুটির দিকে একজন কর্মচারী প্রেসে ঢুকে শিশুটিকে নির্মমভাবে নির্যাতন করেছে তা নিয়ে মাদ্রাসা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযোগ রয়েছে, ওই জালিয়াত কর্মচারী বন্ধের দিনে বোর্ডের উত্তরপত্র পাচার করতে প্রেসে ঢুকেছে। কিন্তু শিশু শ্রমিকরা তাকে খাতা পাচারে বাধা দেয়ায় এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরীক্ষার হলে বাইর থেকে লিখে খাতা সাপ্লাই দেয়ার জন্য এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

অভিযোগ রয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত এক শ্রেণীর অসাধু কর্মচারী পরীক্ষার উত্তরপত্র জালিয়াতিসহ নানা অপকর্মে লিপ্ত। তাদের কাছে অফিসাররা জিম্মি। উত্তরপত্র জালিয়াতি, খাতায় নম্বর বাড়ানো, জাল সার্টিফিকেট দেয়াসহ নানা অনিয়ম করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব জালিয়াত চক্র পরস্পর যোগসাজশে নানা অপকর্ম করছে।

এ সম্পর্কে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর একেএম সায়েফ উল্লাহ সংবাদকে মুঠোফোনে জানান, গত শুক্রবার ছুটির দিনে শিশুটিকে নির্যাতন করা হয়েছে এ ঘটনায় গতকাল তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।সেই সঙ্গে শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। মাদ্রাসা বোর্ড তার চিকিৎসার ব্যায় বহন করছে। আর নির্যাতনকারি কর্মচারীকে শোকজ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে, চকবাজার থানার ওসির সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, ঐ ঘটনায় কেউ লিখিত অভিযোগ করলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। অভিযোগ না আসলে কিছু করার নেই। পরবর্তীতে বিষয়টি পুলিশের লালবাগ জোনের ডিসিকে ফোনে জানালে তিনি খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।